

একনিষ্ঠতা ও অনুসরণ



ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

আল্লাহ তাআলা কোনো আমল ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমলকারী দুটি আবশ্যিক শর্ত পূরণ করবে। যে ব্যক্তি আখিরাতে স্বীয় কৃতকর্মের ফল পেতে চায়, যে চায় আখিরাতে তার মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হোক—তবে তাকে সে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। শর্তদুটি হলো :

০১. إخلاص النية لله তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (আমল) করা।

০২. والمتابعة لنبية صلى الله عليه وسلم তথা নবজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণে (আমল) করা।

এ দুটি শর্ত যেকোনো আমলের মূলভিত্তি। এ দুটি শর্ত ব্যতীত সকল আমল হলো—

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

‘আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।’

এ দুটি শর্তের বিস্তারিত আলোচনা

০১. إخلاص النية لله তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (আমল) করা

ইখলাস হলো সকল কল্যাণের উৎস ও মূলভিত্তি, তাকওয়া ও ইহসানের উৎসমুখ, মুক্তির মাধ্যম, পরিত্রাণের পথ, সফলতার চিহ্ন ও শিরোনাম। সালাফে সালিহিন বিভিন্ন দিক থেকে ইখলাসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যা থেকে বোঝা যায়—ইমান ও কালিমায়ে তাওহিদের মূল হলো ইখলাস।

আবু মুহাম্মাদ সাহল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারি রহ. বলেন :

‘প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইখলাসের বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করে পেলেন যে, ইখলাস হলো কোনো মানুষের গোপন-প্রকাশ্য, ব্যস্ততা-অবসর—সব সময় একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। এর ভেতরে নফস, প্রবৃত্তি, পার্থিব উদ্দেশ্য কোনটাই প্রবেশ করবে না।’

হুজাইফা আল-মারআশি রহ. বলেন, ‘ইখলাস হলো বান্দার কৃত কাজ প্রকাশ্যে ও গোপনে বরাবর হওয়া।’

হাওয়াজিন আল-কুশাইরি রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ রিসালায় বলেন, ‘ইখলাস হলো একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা। অর্থাৎ মানুষের সামনে লৌকিকতা প্রদর্শন, লোকদের প্রশংসা কুড়ানো, সৃষ্টির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রশংসাকে ভালোবাসা অথবা আল্লাহর নৈকট্যবিহীন অন্য কিছু চাওয়া বাদ দিয়ে ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করা।’

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, ‘মানুষের কারণে আমল পরিত্যাগ করা রিয়া, মানুষের জন্য আমল করা শিরক। আর এ দুটি জিনিস থেকে আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করার নাম হলো ইখলাস।’

ইখলাসের সংজ্ঞায় আহলে ইলম যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো, ‘ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা। ফলে আপনার আমলের কোনো অংশ বা একটি ভাগও অন্য কারও জন্য হবে না। আপনার ইবাদতের মাঝে কোনো নিকটতম ফেরেশতার অংশ নেই, কোনো নবিরও নেই, কোনো বিশেষ অলি, সম্মানিত আমির বা কোনো শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীলেরও অংশ নেই। কারও থেকে কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, কারও থেকে কোনো কিছু না পাওয়ার ভয়েও নয়, কোনো দলের ইমেজকে সুশোভিত করার উদ্দেশ্যেও নয়, কোনো জামআতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও নয়—এমনই করে আল্লাহ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার বহির্ভূত কোনো উদ্দেশ্যে নয়। কেবল আল্লাহর জন্য ইবাদত করা ও তাঁর সন্তুষ্টি চাওয়ার নামই হলো ইখলাস। সুতরাং ইখলাস বিনষ্ট হওয়া থেকে সাবধান থাকুন। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।

১ম পরিচ্ছেদ

কুরআন ও হাদিসে ইখলাসের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

আমলে যেন ইখলাস বজায় থাকে—অনেক আয়াত, হাদিস ও আসারে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইখলাস ব্যতীত আল্লাহর মাপকাঠিতে আমলের কোনো ওজনই নেই। যেমন শাইখ আব্দুল্লাহ আবু বাতিন রহ. বলেন, ‘কথা-কাজে ইখলাস শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল ও ইজমায়ে উম্মতের দলিল একেবারে স্পষ্ট।’

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

‘তাদের কেবল এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালিস রেখে।’^২

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

‘আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।’^৩

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

‘আমি আপনার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে।’^৪

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।’^৫

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, ‘উত্তম কর্ম হলো ইখলাসের সাথে সঠিক আমল করা।’ তাকে এ কথার মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, ‘আমল যখন পরিশুদ্ধ হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, তবে তা অগ্রহণীয়। আর যখন আমল সঠিক হয়, কিন্তু পরিশুদ্ধ না হয়, তবে তাও অগ্রহণীয়। যতক্ষণ না আমল সঠিক ও পরিশুদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পরিত্যাজ্য। পরিশুদ্ধতা হলো আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া এবং সঠিকতা হলো আমল সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

‘সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।’^৬

২. সূরা আল-বায়্যিনাহ : ০৫

৩. সূরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩

৪. সূরা আজ-জুমার : ০২

৫. সূরা আল-মুলক : ০২

৬. সূরা আল-কাহফ : ১১০

হাদিস থেকে দলিল

শাইখাইন ও অপর মুহাদ্দিসগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

‘সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে, তা-ই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে, আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জন অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার বাসনায় হয়েছে; তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।’^৭

ফাইজুল কাদির শারহু আল-জামিইস সাগির-প্রণেতা বলেন :

এ হাদিসটি ইখলাসের দলিল ও মূলভিত্তি। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামিউল কালিমের অন্যতম। যার থেকে কোনো আমলই বাইরে নেই। তাই এ হাদিসের সর্বজনীন উপকারিতা ও বাস্তবতায় এর গুরুত্বের কারণে তাওয়াজুহ পদ্ধতিতে এটি মুহাদ্দিসনে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আবু উবাইদা বলেন, ‘হাদিসের মাঝে এর চেয়ে একত্রকারী, অধিক যথেষ্ট ও অত্যধিক উপকারী আর কোনো হাদিস নেই।’ ইমাম শাফিয়ি, আহমদ, ইবনুল মাদিনি, ইবনে মাহদি, আবু দাউদ, দারাকুতনি ও অপর ইমামগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) একমত হয়েছেন যে, ‘এ হাদিসটি ইলমের এক-তৃতীয়াংশ।’ তাদের মধ্যকার কেউ কেউ বলেন, ‘এ হাদিসটি ইলমের এক-চতুর্থাংশ।’

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ হাদিসের কিতাবে বলেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত।

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ

‘আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, “আমি শরিকদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে এবং তাতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শরিক করে, তবে আমি তাকে ও তার শরিক কাজকে প্রত্যাখ্যান করি।”^৮

ইমাম নববি রহ. শারহু সহিহ মুসলিমে এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা অংশীদার হওয়া থেকে মুক্ত। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার বানিয়ে কোনো আমল করে, তার থেকে তা কবুল করা হবে না; বরং সে আমলটি তার বানানো সে অংশীদারের জন্য রেখে দেওয়া হবে। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো, রিয়াকৃত আমল বাতিল। তার জন্য কোনো পুণ্য নেই; বরং সে আমল উক্ত আমলকারীর ওপর কিয়ামতের দিন বিপদ হিসেবে আপতিত হবে।’

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ، وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ لِلَّهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ

‘যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, সেদিন যখন আল্লাহ তাআলা পূর্ব ও পরের সকল মানুষকে একত্র করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত কোনো আমলে আল্লাহ ভিন্ন কাউকে শরিক করেছে, সে যেন তার কাছ থেকে সে আমলের পুরস্কার চেয়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা অংশীস্থাপনকারীদের অংশীদার থেকে অমুখাপেক্ষী।”^৯

৭. সহিহুল বুখারি : ৬৬৮৯, সহিহ মুসলিম : ১৯০৭

৮. সহিহ মুসলিম : ২৯৮৫, সহিহ ইবনি খুজাইমা : ৯৩৮, আল-মুজামুল আওসাত : ৬৫২৯

৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৮৩৮, সুনানুত তিরমিজি : ৩১৫৪

আবু বকর সিদ্দিক রা. তাঁর প্রথমদিকের কোনো এক খুতবায় বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত আমল ব্যতীত কোনো আমলকে কবুল করেন না। তাই তোমরা তোমাদের আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করো। জেনে রেখো, তোমরা তোমাদের আমল থেকে যা কিছু শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য করবে, তা-ই হবে তোমাদের পক্ষ থেকে আদায় কৃত ইবাদত; তোমাদের নিজেদের জন্য অর্জিত সম্পদ; তোমাদের এমন সব দায়িত্ব, যা তোমরা সম্পাদন করেছ এবং পরকালের জন্য ইহকালীন জীবনে অর্জিত পুঁজি—যখন তোমরা অভাব ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে।’

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইখলাস এবং তার মাহাত্ম্য ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীন পালন হলো এমন দ্বীন যা ব্যতীত অন্য কিছু আল্লাহ তাআলা কবুল বা গ্রহণ করেন না। এ বার্তা নিয়েই আল্লাহ তাআলা পূর্ব ও পরের সকল রাসুলকে প্রেরণ করেছেন। এ পয়গাম দিয়েই সকল আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর ওপরই মুমিনদের সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন। এটিই নববি দাওয়ার সারসংক্ষেপ। এটিই কুরআনের সেই মূললক্ষ্য, যাকে কেন্দ্র করে তার অন্য সকল বিষয় পরিচালিত হয়।

এ বক্তব্যের সমর্থনে আবুল আলিয়া রহ.-এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ তাআলার এ আয়াত : **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا** [‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পন্থাই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে।’^{১০}] এর তাফসিরে বলেন, ‘وَصَّاهُمْ بِالْإِخْلَاصِ’ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইখলাসের নির্দেশ দিয়েছেন।’

২য় পরিচ্ছেদ

নফসের ওপর সর্বাধিক কষ্টকর আমল

ইখলাস হলো উচ্চ শান, আল্লাহর পছন্দনীয়, উত্তম ব্যবসার মূলধন, আল্লাহ তাআলা বিশেষ লোকদেরকেই ইখলাসের অধিকারী বানান। যেমন কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, ইখলাসে রয়েছে সব সময়ের মুক্তি। কিন্তু ইখলাস ধারণ করা কষ্টকর। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুসতারি রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কোন কাজটি নফসের ওপর সবচেয়ে বেশি কষ্টকর?’ উত্তরে বললেন, ‘ইখলাস। কেননা, ইখলাস পালনে নফসকে খুশি করার কোনো অংশ নেই।’

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন আর-রাজি রহ. বলেন, ‘দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টকর কাজ হলো ইখলাস নিশ্চিত করা। আমার কলব থেকে রিয়া দূর করতে আমি কতই না কষ্ট-সাধনা করেছি; কিন্তু তারপরও রিয়া অন্য রঙে আবার উৎপাদিত হয়।’

৩য় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাহে ইখলাসের আবশ্যিকতা

ইখলাস নামক গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহর রাহের মুজাহিদদের। কেননা, তারাই তো নিজেদের জানকে হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা এর শ্রুতার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদের উচিত তার অন্তরের মাঝে অনুসন্ধান করা, দেখা উচিত কোথায় আছে তার ইখলাস। যে ব্যক্তি রিয়া বা আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সহিহ মুসলিমে তার ব্যাপারে প্রচণ্ড ধমকি বর্ণিত হয়েছে। এমন ব্যক্তি প্রত্যেক উপকার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। সুতরাং তার ওপর আবশ্যিক এ দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা; পদস্থলনের দিকে নিয়ে যায়—এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে সাবধান থাকা, যেন রিয়ার অতল গহ্বরে পতিত না হয়। যদি সে পিছলে রিয়ার কবলে পড়ে যায়, তবে তার দুনিয়া-আখিরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ মুসলিমে বর্ণনা করেন। আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন :

إِنْ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ... الحديث

‘কিয়ামতের দিন প্রথম এমন ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে শহিদ হয়েছ। তাকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে সে তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, “এ নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ তুমি কী আমল করেছ?” সে বলবে, “আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত শহিদ হয়েছি।” আল্লাহ বলবেন, “তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে বীর বলবে এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলা হয়েছে।” অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে টেনে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।...”^{১১}

আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ، مَالُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتَغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ

‘একব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, “কোনো ব্যক্তি যদি সম্পদ ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “সে কিছুই পাবে না।” লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই বললেন, “সে কিছুই পাবে না।” তারপর তিনি বললেন, “আল্লাহ কেবল ওই আমলই কবুল করেন, যা একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।”^{১২}

একই কথা আরও অনেক হাদিস ও আসারেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আপনি এ বিষয়টি বুঝে নিন। আপনি যদি নিয়তের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েন অথবা ভুল করে বসেন; তবে শয়তান আপনার ব্যাপারে উদাসীন নয়। সে আপনাকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বে। ইবনুল জাওজি রহ. তাঁর ‘তালবিসু ইবলিস’ নামক কিতাবে একশ্রেণির মুজাহিদদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। তিনি বলেন, ‘শয়তান অনেক মানুষকে প্ররোচিত করে এভাবে জিহাদে বের করে যে, তাদের নিয়ত হয় সাহসিকতা প্রদর্শন ও লৌকিকতার জন্য। যেন বলা হয়, অমুক তো গাজি। কখনো কখনো তার উদ্দেশ্য থাকে, মানুষ তাকে বীর বলবে অথবা সে গনিমত পাওয়ার আশায় জিহাদে গমন করে। আর সকল আমলই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং এ আলোচনার পর আপনার মাঝে এ আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া চাই যে, আপনার জিহাদ হবে প্রবৃত্তির কামনা থেকে মুক্ত, খ্যাতি বা সুনামের চাহিদা থেকে পবিত্র, অর্থাৎ এমন সব বিষয়ের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত—যা জিহাদের পবিত্রতাকে কলঙ্কযুক্ত করবে। যথা সুখ্যাতি, প্রশংসা অর্জনের আগ্রহ, নিজেদের মধ্যে একদলকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে তার বিরুদ্ধে অন্যদলের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য করা। আরও মুক্ত থাকতে হবে এ ধরনের উচ্চ পদ হাসিলের বাসনা থেকে, যা থেকে খুব কম মানুষই বাঁচতে পেরেছে। সর্বাবস্থায় আপনার জিহাদ যেন হয় (আল্লাহর জন্য) :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

‘আপনি বলে দিন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।’^{১৩}

১১. সহিহ মুসলিম : ১৯০৫

১২. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪০

১৩. সূরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইখলাসের স্বাদ ও সৌন্দর্য

ইখলাসের আলাদা একটা স্বাদ ও সৌন্দর্য আছে। ইখলাসের কারণে ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ হয়, অর্জিত হয় সঠিক পথের দিশা এবং অনুভূত হয় মানসিক প্রশান্তি। তবে এগুলো কেবল সেই অনুভব করতে পারে, যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ও সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘বান্দা যখন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে মনোনীত করে নেন, তার অন্তর জীবিত করে দেন এবং তাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন। ফলে এর বিপরীতে থাকা মন্দ ও অশ্লীলতা তার থেকে দূরে থাকে, আর সেও ইখলাসের বিপরীত কাজকে ভয় করে।

পক্ষান্তরে যে অন্তর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ নয়, সে শুধু স্বার্থের খোঁজে থাকে, নিজের মনমতো ও নফসের পছন্দনীয় কাজ করে। ফলে মন যেটাকে পছন্দ করে, সেটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে; মন যা চায়, তাকেই সে আঁকড়ে বসে থাকে। যেমন কোনো গাছের ডাল, যখন তার পাশ দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়, বাতাস সে ডালকে টেনে নিয়ে যায়, তাকে আকর্ষিত করে। কখনো সে নিষিদ্ধ পদ্ধতিগুলোর প্রতি, কখনো সিদ্ধ পদ্ধতিগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়, ফলে সে সংশ্লিষ্টের বন্দী ও গোলাম হয়ে যায়। যদি সে তাকে ইবাদতকারী হয়ে গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য দোষ, ত্রুটি ও তিরস্কারের কারণ হবে। কখনো সে সম্মান ও নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন সে কিছু কথায় সন্তুষ্ট হয় আর কিছু কথায় অসন্তুষ্ট হয়। যে কাজে প্রশংসা পাওয়া যায়, সে কাজের গোলাম হয়ে যায়; যদিও তা বাতিল হয়। কেউ উক্ত কাজের ত্রুটি বর্ণনা করলে, সে তার শত্রু হয়ে পড়ে; যদিও সে হক হয়। কখনো সে টাকা-পয়সার গোলাম হয়ে যায়। এ ছাড়াও এর অন্যান্য বিষয়, অন্তর যার গোলামি গ্রহণ করে এমন বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়, ফলে সে ব্যক্তি তার অন্তরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। সে আল্লাহর হিদায়াত ছেড়ে প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হয়।’

ফায়দা

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ‘আল্লাহর কুদরতি অভ্যাস ও নির্ধারিত নীতি, যা পরিবর্তিত হয় না, তার অন্তর্ভুক্ত হলো : তিনি মুখলিস বান্দাদের জন্য অন্যান্য মাখলুকের অন্তরে ভয়, আলো ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তার ইখলাস, নিয়ত ও রবের সাথে তার সম্পর্কের কারণে মানুষের অন্তর তার স্বীকৃতি প্রদান করে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইখলাসবিহীন লোকদেখানো কাজ করে, আল্লাহ মানুষের মনে তার প্রতি ঘৃণা, অসম্মানবোধ, শত্রুতা ও তার উপযুক্ত অন্যান্য মন্দ বিষয়কে সৃষ্টি করে দেন। তাই মুখলিস বান্দার প্রতি অন্তরে থাকে ভয় ও মহব্বত। অন্যদিকে রিয়াকারীর জন্য হলো শত্রুতা ও হিংসা।’

৫ম পরিচ্ছেদ

রিয়া ও সুনাম অর্জনের লোভ

ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া, লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের লোভ। এটা হলো ছোট শিরক। এটা হলো ইবাদতের বিপদ এবং মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি। আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ইমাম গাজ্জালি রহ. এ বিষয়ে বলেন :

রিয়া (الرِّيَاء) শব্দটি الرُّؤْيَةُ (দেখা) থেকে আর السُّعْيَةُ (সুনাম) শব্দটি السَّاعُ (শোনা) ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। রিয়া হলো, মানুষদের ভালো আমলের অভ্যাস দেখিয়ে তাদের অন্তরে সম্মান সৃষ্টির কসরত। রিয়া নামক বস্তুটি ইবাদতের দ্বারা অন্তরে সম্মান তালাশ করার ইচ্ছা ও তা প্রকাশ করার অভ্যাসকে বোঝায়। তাই রিয়ার সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টির আশা করা। সুতরাং রিয়াকারী হলো এমন ইবাদতকারী, যার নিকট মানুষের মনোযোগ আকর্ষিত হয়—এভাবে যে, তার চাওয়া থাকে যেন তাদের অন্তরে তার জন্য একটা অবস্থান তৈরি হয়। রিয়াকারী যে ইবাদত দ্বারা রিয়া করে থাকে তা এমন অভ্যাস, যা দেখানোর ব্যাপারে সে মনস্থ করেছে। আর রিয়া হলো সে কাজকে করে দেখানোর নাম।

নিঃসন্দেহে রিয়ার কারণে আমল ধ্বংস হয়ে যায়। রিয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে। এটা আমলকারীর আমলকে বিনষ্টকারী। এটা অনেক সূক্ষ্ম বিষয়; মূর্খরা যা সহজে বুঝতে পারে না। যেমন ইমাম কুরতুবি রহ. এ সম্পর্কে তাঁর তাফসিরে বর্ণনা করেছেন।

রিয়া থেকে সতর্ককরণ ও এতে পতিত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে অনেক আয়াত, হাদিস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর বর্ণনায় বোঝা যায়, রিয়া এমন বিপদ, যা দুষ্কপানরত শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করে; ফলে এর কারণে চতুর্মুখী বিপদের আশঙ্কায় প্রত্যেকে আত্মরক্ষা করে।

কুরআন থেকে দলিল

এ ব্যাপারে মহান রব্বুল আলামিন বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

‘বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাশা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ও দ্বিতীয়। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে।’^{১৪}

মাওয়ারিদ রহ.-সহ সকল আহলুত তাওয়িল বলেন, আল্লাহর বাণী (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) এর অর্থ হলো, আমলের ক্ষেত্রে অন্যকে দেখানোর নিয়ত না থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ

‘আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।’^{১৫}

মুজাহিদ, সাইদ ইবনে জুবাইর ও শাহার ইবনে হাওশাব রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তারা হলো রিয়াকারী; অর্থাৎ তারা মানুষদের ধোঁকা দিচ্ছে। মানুষ মনে করছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করছে, অথচ তারা আমলে লৌকিকতার উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বিরুদ্ধে হিংসা চরিতার্থ করছে। وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ‘এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।’^{১৬}

রিয়া থেকে সাবধান করার ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহিহ বুখারিতে এসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ سَمِعَ سَمَعَ اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهَ بِهِ

‘যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য ইবাদত করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন।’^{১৭}

খাত্তাবি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইখলাসবিহীন কোনো আমল করবে, সে মানুষকে দেখানোর জন্য বা শোনানোর জন্য ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলা তার মনোবৃত্তি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিয়ে তার গোপন উদ্দেশ্য জানিয়ে তাকে অপদস্থ করবেন।’ কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করার জন্য আমল করবে; আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে তার উদ্দিষ্ট মানুষের নিকট খ্যাত করবেন ঠিকই, তবে আখিরাতে সে কোনো সাওয়াব পাবে না।’^{১৮} হাদিসাংশে يُرَائِي শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ

১৪. সূরা আল-কাহফ : ১১০

১৫. সূরা ফাতির : ১০

১৬. সূরা আন-নিসা : ১৪২

১৭. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯৯, সহিহ মুসলিম : ২৯৮৬

তাআলা সে সকল মানুষকে জানিয়ে দেবেন যে, উক্ত ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তাদের জন্য কাজ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘যারা শুধু পার্থিব জীবন ও এর ঐশ্বর্য কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মগুলোর ফল দুনিয়াতেই দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই; আর তারা যা কিছু করেছে তা ধ্বংস হবে, আর যা কিছু তারা আমল করেছে তা বাতিল বলে পরিগণিত হবে।’^{১৮}

বলা হয়, যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা মানুষের নিকট সুনামের আশা করে, মানুষের সামনে তার আমল প্রদর্শন করে সম্মানিত হওয়ার তরে এবং তাদের নিকট তার মর্যাদা উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে; তাহলে সে যা ইচ্ছা করেছে, তা-ই পাবে। তার এ পাওয়াটা তার আমলের প্রতিদানস্বরূপ। তার জন্য আখিরাতে এর কোনো বিনিময় নেই।

হাদিস থেকে দলিল

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جَزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: أَذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءَوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

“আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরককে সবচেয়ে বেশি ভয় করি।” সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, “ছোট শিরক কী, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি বললেন, “রিয়া (লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা)। আমলের প্রতিদান দেওয়ার সময় আল্লাহ বলবেন, “দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখানোর জন্য আমল করেছিলে আজ তাদের কাছে যাও! দেখো, তাদের কাছে প্রতিদান পাও কি-না।”^{১৯}

অন্য হাদিসে তিনি বলেন :

مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعٌ خَلْفَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَحَقَرَهُ وَصَغَّرَهُ

‘যে ব্যক্তি মানুষের নিকট সুখ্যাতি হওয়ার জন্য আমল করবে, আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট তাকে সে ক্ষেত্রে খ্যাতি দিয়ে দেবেন এবং তাকে অপমানিত করবেন, তাকে অসম্মানিত করবেন।’^{২০}

আসার থেকে দলিল

রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে ও রিয়ার বিরুদ্ধে মোজাহাদা করার ব্যাপারে আসলাফ থেকে প্রচুর আসার বর্ণিত আছে। ইমাম গাজ্জালি রহ. ‘ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন’ নামক কিতাবে এ ধরনের বেশ কয়েকটি আসার উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি এখানে পাঠক সমীপে পেশ করছি। নিঃসন্দেহে দলিলের পর দলিল উপস্থাপন করলে বিষয়টি দৃঢ় হয়।

০১. এক ব্যক্তি উবাদা ইবনে সামিত রা.-কে বললেন, ‘আমি যখন আল্লাহর রাহে আমার তলোয়ার দিয়ে কিতাল করি, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে মানুষের প্রশংসা পাওয়ারও নিয়ত করি (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?)’। উবাদা রা. বললেন, ‘তার জন্য কোনো কিছু নেই।’ এভাবে সে লোকটি তিনবার জিজ্ঞাসা করল, প্রতিবারই তিনি বললেন, ‘তার জন্য কোনো কিছু নেই।’ তৃতীয়বার বললেন :

১৮. সূরা হুদ : ১৫-১৬

১৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৬৩০

২০. মুসনাদু আহমাদ : ৬৯৮৬

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْنَاهُ وَشَرَكْنَاهُ

‘আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি শরিকদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে এবং তাতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শরিক করে, তবে আমি তাকে ও তার শরিক কাজকে প্রত্যাখ্যান করি।”^{২১}

০২. এক ব্যক্তি সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমরা যখন ভালো কাজ করি, তখন সাওয়াবের সাথে সাথে মানুষের প্রশংসা পাওয়াও পছন্দ করি (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?)।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ঘৃণিত হওয়াকে পছন্দ করো?’ সে বলল, ‘না’। তখন তিনি বললেন, ‘যখন তুমি আল্লাহর জন্য আমল করবে, তখন একমাত্র তাঁর জন্যই করবে।’

জাহহাক রহ. বলেন, ‘এ ধরনের কথা কখনো বলবে না যে, এ আমলটি আল্লাহ ও তোমার সন্তুষ্টির তরে, এ আমলটি আল্লাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য। কেননা, আল্লাহ তাআলার কোনো শরিক নেই।’

রিয়াকারীর কতিপয় আলামত

রিয়াকারীর কতিপয় আলামত রয়েছে; যেগুলো দ্বারা তাকে চেনা যায় এবং এ সকল বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যদের থেকে সে স্বতন্ত্র। যেমন আলি রা. বলেন :

لِلْمُرَائِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ : يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيَنْقُصُ إِذَا دُمَّ

রিয়াকারীর তিনটি আলামত :

০১. যখন সে একাকী হয়, তখন অলসতা করে।

০২. যখন সে মানুষের মাঝে থাকে, তখন কর্মচাঞ্চল্য দেখায়।

০৩. কোনো কাজের ওপর প্রশংসা করা হলে সেটি বাড়িয়ে দেয় এবং নিন্দা করা হলে সেটি কমিয়ে দেয়।’

আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন।

রিয়া থেকে বেঁচে থাকার দুআ

যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও অন্তরে রিয়ার খেয়াল এসে যায় অথবা অন্তরে এর কোনো লেশ অনুভব হয়—যা থেকে আল্লাহর বিশেষ রহমত ব্যতীত কারও পরিদ্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়, যেমনিভাবে এর প্রতি ইমাম গাজালি রহ. বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন—প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন সাওয়াব বিধ্বংসী বিপদ থেকে মুক্তির তরে, যে বিপদ উম্মাহর ভেতরে পিপড়ার চেয়ে অধিক গোপন অবস্থায় রয়েছে। তো এ থেকে মুক্তির পথ বা নির্দেশনা কী? এর উত্তর আছে এ হাদিসেআবু বকর রা. জিজ্ঞেস করলেন, ‘পিপড়ার চেয়েও সূক্ষ্ম এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ দুআটি পড়তে বললেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

‘হে আল্লাহ, আমি জেনেবুঝে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি এবং আমার অজান্তে যা (শিরক) হচ্ছে, তার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’^{২২}

এক রিওয়ায়াতে এসেছে, দুআটি তুমি তিনবার পড়বে।

২১. সহিহ মুসলিম : ২৯৮৫

২২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭১৬

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আরও যে দুটি মাসআলা আলোচনায় আসে—

প্রথমত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জিহাদের নিয়তের সাথে সাথে গনিমত লাভের ইচ্ছা থাকা।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে প্রশংসা, খ্যাতি ও দুনিয়া অর্জনের নিয়ত করা।

প্রথমটির ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ আছে। একদলের মন্তব্য হলো, এটি নিয়তে ফাসিদ; এ নিয়ত বিশুদ্ধ নয়। এ নিয়তের কারণে সে শান্তির সম্মুখীন হবে। আরেক দলের রায় এর বিপরীত। তারা উল্লেখ করেছেন, এ নিয়ত বিশুদ্ধ। এ ধরনের নিয়তে কোনো দোষ নেই। এ মতটিই সঠিক।

ইমাম ইবনুন নাহহাস রহ. ‘মাশারিউল আশওয়াক’ নামক কিতাবে এ ব্যাপারটিকে দৃঢ় করে বলেন, ‘এ নিয়ত ও এ ধরনের (অন্যান্য) নিয়তের ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ইখতিলাফ করেছেন। একদলের ভাষ্য হলো, এ ধরনের নিয়ত ফাসিদ। আখিরাতের নিয়তের সাথে পার্থিব বিষয়ের নিয়তকে মেলানোর কারণে নিয়তের অধিকারী শান্তির সম্মুখীন হবে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হলো, এ নিয়ত সহিহ। এ নিয়তের অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। আর এ মতটিই সঠিক। কারণ, এটি সাহাবায়ে কিরামের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।’

এ নিয়ত সহিহ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি বাণী এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন, ‘জিহাদের নিয়তের সাথে রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ত, যথা : খিদমতের কারণে পারিশ্রমিক লাভ, গনিমত অর্জন, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়তের সংমিশ্রণ ঘটলে জিহাদের সাওয়াব কমে যায়; একেবারে পুরো সাওয়াব বাতিল হয়ে যায় না।’...

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন তোমরা জিহাদের জন্য পাক্কা নিয়ত করবে, তখন আল্লাহ এ কাজের বদলে কোনো রিজিক (গনিমত ইত্যাদি) দান করলে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি তোমাদের অবস্থা এমন হয় যে, টাকা দিলে জিহাদ করো, না দিলে বসে থাকো, তাহলে এ জিহাদে তোমাদের জন্য কোনো কল্যাণ নেই।’

শাইখ আল-কারাফি আল-মালিকি রহ. বলেন, ‘জিহাদের নিয়তে সাধারণ মিশ্রণ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তের সাথে সাথে গনিমত অর্জনের নিয়ত থাকলে তাতে জিহাদের সাওয়াবে ক্ষতি নেই। সকল আলিমদের ঐকমত্যে এটি হারামও নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা গনিমত পাওয়াকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং বীর খেতাব পাওয়ার জন্য বা রাষ্ট্রনায়কের নিকট সম্মানিত হয়ে বাইতুল মাল (ইসলামি রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে অধিক অনুদান পাওয়ার জন্য জিহাদ করা এবং এরকম অন্যান্য কাজ করা রিয়া ও হারাম। অন্যদিকে শত্রুকে বন্দী করা, শত্রুর বাহন, অস্ত্রসম্পদসহ তাদের সম্পদ অর্জন করার জন্য জিহাদ করা ও পূর্বের বিষয়ের মাঝে রয়েছে স্পষ্ট পার্থক্য। ফলে এটিকে রিয়া বলা যাবে না।’

ইমাম কুরতুবি রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে বলেন, ‘বিভিন্ন কাফেলার ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিহাদে বের হওয়া গনিমত লাভের জন্য জিহাদ করার বৈধতা প্রমাণ করে। কেননা, এটা হালাল উপার্জন। ইমাম কুরতুবি রহ. এর মাধ্যমে মালিক রহ.-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তিনি গনিমতের জন্য জিহাদ করাকে দুনিয়ার জন্য জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, একটি হাদিসে এসেছে : مَنْ قَاتَلَ لِكُفْرٍ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ রাস্তায় বলে গণ্য হবে।’^{২৩} অপরদিকে যে ব্যক্তি গনিমত লাভের জন্য জিহাদ করবে, তাকে আল্লাহর রাস্তায় কিতালকারী গণ্য করা হবে না। মূলত এ হাদিসের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি শুধু গনিমতের জন্য কিতাল করবে; দ্বীনি কোনো নিয়ত তার থাকবে না। অন্যথায় আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তের সাথে যদি গনিমত লাভের নিয়তও থাকে, তাহলে তেমন অসুবিধা নেই।’

ইমাম ইবনুন নাহহাস রহ. ‘মাশারিউল আশওয়াক’ নামক কিতাবে বলেন, ‘ইমাম কুরতুবি রহ. খুবই উত্তম দলিল উপস্থাপন করেছেন।’

জিহাদ শেষে নিরাপদে গনিমত নিয়ে ফিরে আসলে সাওয়াব কমে যাবে কি না—এ ব্যাপারেও আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম নববি রহ. সহিহ বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস :

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلَاثِي أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَبَقِيَ لَهُمُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

(‘যে বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং তাতে গনিমত লাভ করল, তারা এ দুনিয়াতেই আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে গেল। তাদের জন্য (আখিরাতে) এক-তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রইল। আর যে বাহিনী কোনো গনিমত লাভ করল না, তাদের পূর্ণ বিনিময়ই পাওনা হয়ে গেল।’^{২৪})

এর ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, সাওয়াব ও প্রতিদান কমে যাবে। তিনি বলেন, ‘সঠিক কথা হলো, যে সকল মুজাহিদ সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে কিংবা গনিমতপ্রাপ্ত হয়, তারা ওই সকল মুজাহিদের থেকে কম সাওয়াব পায়, যারা আহত হয়েছে অথবা সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে, তবে গনিমত পায়নি। কারণ, গনিমত জিহাদের প্রতিদান হতে একটি অংশ। সুতরাং কেউ যখন গনিমত পেল, তখন জিহাদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিদান পেয়ে গেল। এ মতটি সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন, হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

مِمَّا مِنْ مَاتَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِمَّا مَنْ أَيْعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا

“আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়াতে জিহাদের প্রতিদান সামান্যতমও ভোগ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। আর কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যার জিহাদের প্রতিফল সামনে এসেছে, ফলে সে তা আহরণ করেছে।”

সুতরাং এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই সঠিক মত। হাদিস থেকেও এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এর বিপরীতে স্পষ্ট কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। তাই এটাই সঠিক মত বলে নির্দিষ্ট হবে। তবে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ মাসআলাটি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে কোনো মতকে স্পষ্টভাবে সঠিক বলে ঘোষণা দেননি। একইভাবে শাওকানি রহ. ‘নাইলুল আওতার’ এর জিহাদের ক্ষেত্রে নিয়তের পরিশুদ্ধি’ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে কোনো মতকে নির্দিষ্ট করে দেননি।

শহিদ শাইখ আবুল মুনজির সালিম আত-তারাবলুসি আল-মালিকি রহ. হাদিসটির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘হাদিসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এ হাস-বৃদ্ধি জিহাদের মূল সাওয়াব থেকে হবে না। বরং মুজাহিদকে প্রদত্ত অতিরিক্ত সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে তা কর্তৃত হবে। ইবনুল মানাসিফ রহ.ও “আল-ইজাদ ফি আহওয়ালিল জিহাদ” কিতাবে এ হাদিসের তাবিল করেছেন। আর আমি তার থেকে এমনই শুনেছি। আল্লাহ তাঁকে কবুল করে নিন। আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞাত।’

দ্বিতীয় মাসআলা : আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে খ্যাতি, প্রশংসা এবং অন্যান্য পার্থিব স্বার্থ অর্জনের নিয়ত করা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কেউ যদি জিহাদ করে, কিয়ামতের দিন তার জিহাদ তার জন্য বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হবে। কারণ, সে নিয়তে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরিক করেছে। সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছে। এই শ্রেণির লোকদের কিয়ামতের দিন প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে—যেমনটি হাদিসের ইমামদের থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

আর যারা নিয়তের মধ্যে এ ধরনের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে, অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা সাওয়াবের সাথে সাথে খ্যাতি ও প্রশংসা লাভের নিয়তও যদি থাকে, সে জিহাদের কোনো সাওয়াবও পাবে না; এর কারণে কোনো ক্ষতিও তার হবে না; যেমনটা কতিপয় নস থেকে বোঝা যায়। তবে তার জন্য এ শাস্তিই যথেষ্ট যে, তার আমল ও জিহাদের সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিনিময়বিহীন নিজের প্রাণ বিসর্জিত হওয়াই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। উল্লিখিত আলোচনা ইবনুন নুহহাস রহ.-এর ‘মাশারিউল আশওয়াক’ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

জিহাদে নিয়তের উপস্থিতি

সত্য নিয়তে জিহাদে বের হওয়ার পর যদি অন্তরে রিয়া ভর করে তখন কী হবে? এ ব্যাপারে ‘মাশারিউল আশওয়াক’ কিতাবে ইবনুন নুহাস রহ. আলাদা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো :

‘বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে রিয়ার নিয়ত আসার পূর্বে যে পরিমাণ ইবাদত ও উত্তম আমল করা হয়েছে, সেগুলোর সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর রিয়ার নিয়ত আসার পর যে আমল করা হয়েছে, সেগুলোর সাওয়াব হবে না, যদিও রিয়ার পূর্বে কোনো উত্তম আমল তার থেকে প্রকাশ না হয়ে থাকুক। জিহাদে বের হওয়ার সময় যদি রিয়ার নিয়ত থাকে, তাহলে জিহাদের কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না। কেননা, রিয়া আমলকে ধ্বংস করে দেয়। আর যদি রিয়ামুক্ত সত্যিকারের নিয়ত নিয়ে জিহাদে বের হয়, তারপর কিতালের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার সময় বিশুদ্ধ নিয়ত চলে যায়, তবে এর স্থলে রিয়া বা অহংকার না আসে, তখন প্রথম নিয়ত তার জন্য যথেষ্ট হবে। সে জিহাদের কারণে প্রতিদান পাবে। জিহাদের শুরুতে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। এর প্রতিটি অংশে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি মুহূর্তে আলাদাভাবে নিয়তের নবায়ন করতে হয় না। জিহাদের নিয়তকে বাতিল করে দেয় এমন কিছুর নিয়ত না থাকাই যথেষ্ট। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রহ. বলেন, “শেষের কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এ বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও সাবধান করতে হবে।” “নিয়তের নবায়ন করতে হবে না”—এর অর্থ হলো, জিহাদের প্রতিটি মুহূর্তে নিয়ত তলব করা শর্ত নয়। কারণ, জিহাদের অনেক মুহূর্তে ও অনেক অপারেশনের সময় অন্তর নিয়ত থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও করুণার দাবি হলো, তিনি প্রাথমিক সাধারণ নিয়তের ওপরই প্রতিদান দিয়ে দেবেন। অবশ্য প্রতিটি মুহূর্তে নিয়ত উপস্থিত রাখা উত্তম, এটিই অধিক পূর্ণ, এর প্রতিই উৎসাহিত করা হয়।”

মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ

উত্তম আমলের কারণে যদি মানুষের সম্মান, প্রশংসা ইত্যাদি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মনে খুশি অনুভব হয়, অথচ সে এগুলোর জন্য আমল করেনি, তাহলে এতে মন্দের কিছু নেই; বরং এটা মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ। যেমনটি সহিহ মুসলিমে আবু জার রা. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহ. বলেন, ‘আলিমগণ বলেছেন, এটা হলো, মুমিনের জন্য কল্যাণের আগাম সুসংবাদ। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার লক্ষণ। কারণ হাদিস শরিফে এসেছে, ‘আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মাখুলকও তাকে ভালোবাসে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন।’ তবে মানুষের প্রশংসা তখনই নিয়ামত বিবেচিত হবে, যখন আমল এ সম্মানের উদ্দেশ্যে না করা হবে। অন্যথায় তা অকল্যাণ বয়ে আনবে।

ইখলাস ও তার বিপরীত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাতের পর আমল কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি, যে শর্তটি পূরণ না করা হলে কারও আমল কবুল হবে না।

০২. المتابعة لنبية صلى الله عليه وسلم তথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণে (আমল) করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করার অর্থ হলো, তাঁর সুনাতের অনুসরণ করা, তাঁর বাণীসমূহের অনুকরণ করা। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের দাবি এটাই। এটি তাওহিদের দুপ্রকারের এক প্রকার। যেমন ইবনে আবিল ইজ রহ. বলেন, ‘তাওহিদ দুপ্রকার। আল্লাহর আজাব থেকে পরিব্রাণ পেতে হলে উভয় তাওহিদ ধারণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। একটি হলো, রাসুলদের প্রেরণকারী আল্লাহর একত্ববাদ। অপরটি হলো, রাসুলের প্রতি আনুগত্যের তাওহিদ তথা একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই জীবনের আদর্শ মানা। ফলে বিচার-ফায়সালা তাঁর প্রতিই সমর্পণ করতে হবে। তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি হওয়া যাবে না। কোনো শাইখ, ইমাম, ধর্মতত্ত্ববিদ ও জামআতের ওপর নির্ভর করে তাঁর বিধান বাস্তবায়নকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না।’

কুরআন থেকে দলিল

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

‘সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে যেন শরিক না করে।’^{২৫}

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘এ দুটি বিষয় গ্রহণীয় আমলের রোকন। আমল করুল হওয়ার জন্য তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরিয়ত অনুযায়ী সঠিক হতে হবে।’

নিঃসন্দেহে আমরা নববি আদর্শের আনুগত্যের জন্য আদিষ্ট। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘অতএব রাসুল তোমাদের যা দেন তা আঁকড়ে ধরো এবং যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো।’^{২৬}

অন্যত্র তিনি বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না আপনার রবের শপথ! তারা কখনোই ইমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আপনাকে তাদের বিবাদমান বিষয়ে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে রায় দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং তা সম্ভুষ্ট চিত্তে করুল করে নেয়।’^{২৭}

এভাবে কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

হাদিস থেকে দলিল

হাদিস শরিফেও এ ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

‘যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মাঝে এমন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা এর মধ্যে নেই, তা পরিত্যাজ্য।’^{২৮}

ইমাম নববি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আরবি ভাষাবিদদের মতে, ‘الرَّدُّ’ শব্দটি এখানে ‘الْمَرْذُوءُ’ তথা পরিত্যাজ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। এ হাদিসটি ইসলামের অন্যতম মূলনীতি প্রকাশক। جَوَامِعُ الْكَلِمِ তথা সংক্ষিপ্ত অথচ প্রচুর অর্থবহ হাদিসগুলোর একটি। সকল বিদআত তথা দ্বীনের ভেতরে নব আবিস্কৃত বিষয়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলিল।’

হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি রহ. ‘জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম’ নামক কিতাবে বলেন, ‘এ হাদিসের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—যেসব আমল শরিয়তপ্রণেতার বিধান অনুযায়ী না হবে, সেগুলো পরিত্যাজ্য হবে। আর এর মর্মার্থ থেকে বোঝা যায়, যে সকল আমল শরিয়তপ্রণেতার বিধান অনুযায়ী হবে, সে আমল গ্রহণযোগ্য। এখানে শরিয়তপ্রণেতার বিধান বলতে বোঝায় তাঁর দ্বীন ও শরিয়াহ। যেমন অন্য এক রিওয়াযাতে এসেছে : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) :

২৫. সূরা আল-কাহাফ : ১১০

২৬. সূরা আল-হাশর : ০৭

২৭. সূরা আন-নিসা : ৬৫

২৮. সহিহুল বুখারি : ২৬৯৭, সহিহ মুসলিম : ১৭১৮

এর অর্থ হলো, “যে এমন আমল করল, যার ওপর আমাদের শরিয়ত ভিত্তি নয়; তবে তা পরিত্যাজ্য।”^{২৯} আর হাদিসের অংশ *لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا* এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, আমলকারীদের আমল শরিয়তের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং যার আমল শরিয়তের বিধানের অনুরূপ হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে; আর যে আমল শরিয়তের বিধান থেকে বহির্ভূত হবে, তা পরিত্যাজ্য।

এর ওপর ভিত্তি করে, যে আমলের ব্যাপারে আশা করা যাবে যে, এ আমলটি আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে, তার বৈশিষ্ট্য হবে, তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, সে সুদৃঢ় মানহাজ অনুযায়ী হবে—যা নিয়ে সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। যতই কঠিন আমলই হোক না, তা এ দুটি শর্তের বাইরে হলে কভু গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর নিকট এমন আমলের কোনো মূল্যই নেই। এটা আমলকারীর কাছে ফেরতযোগ্য। আল্লাহ তাআলা এর বদলে কিয়ামতের দিন কোনো অদল-বদল গ্রহণ করবেন না। আমরা হলাম অনুসরণ ও আনুগত্য করার বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ উম্মাহ। আমরা বিদআত ও কুসংস্কার আবিষ্কারকারী উম্মাহ নই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, ‘পরিপূর্ণ দ্বীন হলো, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করব এবং সেভাবেই তাঁর ইবাদত করব, যেভাবে তিনি শরিয়তে করতে বলেছেন; কোনো বিদআতি পন্থায় নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম?”^{৩০}

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, ‘এখানে উত্তম আমল বলতে ইখলাসপূর্ণ ও অধিক সঠিক আমলকে বোঝানো হয়েছে।’ প্রশ্ন করা হলো, ‘হে আবু আলি, ইখলাসপূর্ণ ও অধিক সঠিক আমল কী?’ তিনি বললেন, ‘আমল যদি একনিষ্ঠ হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তাহলে সে আমল অগ্রহণযোগ্য। আর যখন আমল সঠিক হয় কিন্তু একনিষ্ঠ না হয়, সে ক্ষেত্রেও আমল গ্রহণযোগ্য নয়। যখন আমল ইখলাসপূর্ণ ও সঠিক হবে, তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে। আমল একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। আর সঠিক হওয়ার অর্থ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুনাত অনুযায়ী হওয়া।’

আমল হতে হবে বিদআতমুক্ত

এ ক্ষেত্রে জেনে রাখতে হবে—আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত নয়, এমন কোনো পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না। চাই সেটা বিবেক বা মনের দৃষ্টিতে যতই সুন্দর ও স্বচ্ছ হোক না কেন, অন্তরে তার প্রতি যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন, তা পরিত্যাজ্য। দ্বীনের ভেতরে এমন কোনো কিছু নেই।

হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন, ‘যেসব ইবাদত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান বহির্ভূত হবে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হবে। ইবাদতকারীর ইবাদত তার মুখের ওপর পতিত হবে। আর উক্ত ইবাদতকারী এ আয়াতে আলোচিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য বিধান প্রণয়ন করেছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?”^{৩১}

সুতরাং যে ব্যক্তি এমন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাইবে, যেটাকে আল্লাহ তাআলা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায় সাব্যস্ত করেননি, সে আমল বাতিল ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হবে। সে ওই সকল ব্যক্তির ন্যায়, কাবার নিকট যাদের নামাজ ছিল—শিশ দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই নয়।

২৯. সহিহ মুসলিম : ১৭১৮

৩০. সূরা আল-মুলক: ০২

৩১. সূরা আশ-শুরা : ২১

একটি মাসআলা

হে আল্লাহর ক্ষমার আশাকারী বান্দা, জেনে রাখো, এ দ্বীনের মধ্যে বিদআতে হাসানাহ (উত্তম বিদআত) এবং বিদআতে সাইয়িয়াহ (মন্দ বিদআত) বলতে কিছুই নেই। বরং হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী সকল বিদআতই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা। আর সকল গোমরাহি-ই জাহান্নামি বিষয়। তবে কোনো কোনো সালাফ নবআবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়কে যে ‘বিদআতে হাসানাহ’ বলেছেন, এটা বিদআতের শাব্দিক অর্থ হিসেবে বলেছেন; শরয়ি অর্থ হিসেবে নয়। যেমনটা হাফিজ ইবনে রজব রহ. উল্লেখ করেছেন, এর উদাহরণ হলো, উমর রা. কর্তৃক রমজানে তারাবির নামাজকে এক ইমামের পেছনে পড়ার জন্য সকল লোককে মসজিদে একত্র করা। এটাকে তিনি উত্তম বিদআত বলেছেন। তার থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ‘এটি যদি বিদআত হয়, তবে উত্তম বিদআত।’ অন্য রিওয়াযাতে আছে, তখন উবাই ইবনে কাব রা. বললেন, ‘আর যদি বিদআত না হয়?’ তখন উমর রা. বললেন, ‘আমি জানি, তবে এটি একটি উত্তম আমল।’ উমর রা. উক্ত আমলকে শাব্দিক অর্থ হিসেবে বিদআত আখ্যায়িত করেছেন। বাস্তবে তা বিদআত ছিল না। কেননা, এ আমলের ভিত্তি শরিয়তে রয়েছে। আর যে আমলের ভিত্তি শরিয়তে থাকে, তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন সেটাকে কেউ বিদআত বললে তা হবে শাব্দিক অর্থ হিসেবে; শরয়ি অর্থ হিসেবে নয়। কেননা, শরয়ি বিদআত বলা হয় ওই আমলকে, শরিয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদের উচিত হলো, দ্বীনি ইলমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা। সময় ও সুযোগমতো ইলম অন্বেষণ করা। মুক্তির পথ লাভের জন্য সালাফে সালিহিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা, যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে হয়েছে। আপনার স্বচক্ষে দেখা দলগুলো, আপনার না জানা জামআতগুলো গোমরাহি ও হঠকারিতার পথ বেছে নেওয়ার কারণে হলো, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ থেকে সরে গিয়েছে, তারা নববি আদর্শ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথের পথিক হয়েছে। ফলে তাদের পরিণাম খুবই খারাপ ও ভয়াবহ।

আর যে দলকে আমরা সঠিক পথে দেখতে পাচ্ছি, তারা ওই পথেই অটল আছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সর্বোত্তম মহান বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের আগ মুহূর্তে—ইনতিকালের পূর্বে আমাদের বলে গিয়েছেন। উম্মতকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে গেছেন, হিদায়াতের পথে আসার পর পদস্থলিত হয়ে গোমরাহির পথে যাওয়া থেকে সাবধান করেছেন, এই বলে যে :

أُوصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি; যদিও সে (আমির) একজন হাবশি গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে আমার ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শকে ধারণ করা, তোমরা তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। আর দ্বীনের ভেতর নবআবিষ্কৃত বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নবআবিষ্কৃত বিষয় বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।’^{৩২}

অনুশীলনী

০১. ক. যেকোনো আমলের মূলভিত্তি কী?

খ. ইখলাসের সংজ্ঞায় আলিমগণ কী বলেছেন?

০২. কুরআনের আলোকে ইখলাসের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

০৩. হাদিসের আলোকে ইখলাসের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

০৪. জিহাদ কবুলের জন্য ইখলাসের আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব আলোচনা করো।

০৫. ইখলাসের বিপরীত কী? কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এর ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করো।

০৬. ছোট শিরক কী? এ সম্পর্কিত হাদিসটি বর্ণনা করো।

০৭. ক. রিয়া সম্পর্কে আসার থেকে কতিপয় বক্তব্য উল্লেখ করো। আলি রা. রিয়াকারীর কী কী আলামত বর্ণনা করেছেন?

খ. রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী দুআ শিক্ষা দিয়েছেন?

০৮. ক. “জিহাদের নিয়তের সাথে রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ত রাখার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের অভিমত কী?

খ. জিহাদ শেষে নিরাপদে গনিমত নিয়ে ফিরে আসলে সাওয়াব কমে যাবে কি না—এ ব্যাপারে আলিমদের বক্তব্য কী?

০৯. ক. জিহাদে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে খ্যাতি, প্রশংসা ও অন্যান্য পার্থিব স্বার্থ অর্জনের নিয়ত করার হুকুম কী?

খ. মানুষের সম্মান, প্রশংসা ইত্যাদির নিয়ত ছাড়াই যদি তা অর্জিত হয়, তবে এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কী?

১০. ক. আমল কবুলের অন্যতম শর্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ—কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

খ. “বিদআতে হাসানাহ”র ভিত্তি কী? সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও বিদআত থেকে দূরে থাকা সম্পর্কিত হাদিসটি বর্ণনা করো।

